আলোকিত হৃদয় স্কুল (মির্জাপুর, টাঙ্গাইল)

ওয়ার্কবুক
বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়

২য় শ্রেণী

নামঃ _____

রোল নং: _____

Alokito Hridoy Foundation
3/11, Block B, Lalmatia, Dhaka-1207, Bangladesh
www.alokitohridoy.org

আলোকিত হৃদয় ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম মুদ্রণঃ ২০১৮

সম্পাদক

খালেদা সিদ্দিকা

নির্দেশনা

আজওয়া নাঈম

সমন্বয়ক

আজওয়া নাঈম

লিমা ইসলাম

সূচিপত্র

	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১	অধ্যায়- ১	1-2
২	অধ্যায়- ৩	3-7
৩	অধ্যায়- ৫	8-9
৪	অধ্যায়- ৬	10-12
৫	অধ্যায়- ৭	13-15
৬	অধ্যায়- ৯	16-18
৭	অধ্যায়- ১০	19

অধ্যায় ১

আমাদের পরিবেশ

১। সংজ্ঞাঃ

পরিবেশঃ পরিবেশ বলতে মানুষের আশেপাশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থাকে বুঝানো হয়ে থাকে অর্থাৎ আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে সেটা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। আমাদের আশেপাশে যে সকল জড় ও জীব রয়েছে অর্থাৎ মানুষ, পশু-পাখি এবং গাছপালা, পুকুর সবকিছু একসাথে মিলিত হয়ে পরিবেশ গঠিত হয়।

২। পরিবেশের কিছু উপাদানের নাম নিচে দেওয়া আছে। কোনটি প্রাকৃতিক উপাদান ও কোনটি সামাজিক উপাদান এবং উপাদানগুলি পরস্পরের সাথে কীভাবে নির্ভরশীল সেটা Paragraph আকারে লিখবে।

ক) সূর্য এবং পৃথিবী

খ) গাছ এবং সূর্য

গ) ঘরবাড়ি এবং মানুষ

ঘ) মানুষ এবং পশুপাখি

ঙ) পাখি এবং গাছ।

অধ্যায় ৩

শিশু ও পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১। নিচে যেই Situation-টি দেওয়া আছে সেটা ভালোভাবে পড়তে হবে এবং এই Situation এ থাকলে তুমি কি করতে, সেটা বুঝে গল্প আকারে লিখতে হবে এবং সেটি অভিনয় করে দেখাতে হবে।

অনুষ্ঠানঃ জন্মদিন

সদস্যঃ বাবা, মা, ভাই, বোন, প্রতিবেশী।

Situation: রিনা এবং সুমি ২জন বান্ধুবি। সুমির আজকে জন্মদিন। ওর বাসায় আজকে জন্মদিনের অনুষ্ঠান। সুমির কোন ভাইবোন নেই। অন্যদিকে সুমির বাবা মা ২জনই চাকরি করেন। তাই অনুষ্ঠানের সব কাজ সুমিকে একাই করতে হচ্ছে। রিনা সুমির অনেক ভালো বান্ধবী। এই পরিস্থিতিতে রিনার কি সুমিকে সাহায্য করা উচিৎ নাকি বাসায় বসে থাকা উচিৎ? রিনার পরিবার এই অবস্থায় কীভাবে সুমিকে সাহায্য করতে পারে?

২। নিচের অনুষ্ঠানগুলো থেকে যেকোনো একটি অনুষ্ঠান নিয়ে গল্প তৈরি কর এবং গ্রুপের মাধ্যমে সেটা অভিনয় করে দেখাও। (গল্প তৈরি করার সময় অনুশীলন ১ লক্ষ্য কর)

- পহেলা বৈশাখ।
- ঈদ।
- নবান্ন উৎসব
- পূজা।

৩। তোমার পরিবারের নিয়মকানুন অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। (প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে ৩টি করে পয়েন্ট লিখতে হবে)

ক) তোমাদের বাসায় প্রতিদিন কি কি ধরণের খাবার রান্না করা হয়?

খ) তোমাদের বাসার সবাই সাধারণত কি কি ধরণের পোশাক পরে থাকে?

গ) ছুটির দিনগুলোতে তোমরা কি কি করে থাকো?

ঘ) বিনোদনের জন্য তোমরা কি করো?

৩। ম্যাচ করো ও নিম্নে উত্তর লেখ।

ক)
তোমার বোনের মেয়ে।

খ) চাচাত ভাই/ বোন (কাজিন)
ভাই

গ)
তোমার বাবা মার আরেকটি ছেলে।

ঘ) ভাতিজা
চাচার ছেলে বা মেয়ে

ঙ)
তোমার ভাইয়ের ছেলে।

ভাই

তোমার বাবার

ভাগ্নি

তোমার

চাচা

অধ্যায় ৫

বাড়ি ও বিদ্যালয়ে শিশুর কাজ

১। বাড়ির কাজগুলো খুঁজে বের কর এবং টিক দাওঃ

- ঘুম থেকে উঠে বিছানা ঠিক করে রাখা। ( )
- রাস্তা থেকে ময়লা তুলে ডাস্টবিনে ফেলা। ( )
- মেঝের মধ্যে ময়লা জিনিস না রাখা। ( )
- খেলনাগুলো সাধারণত মেঝেতে রেখে দেওয়া। ( )
- রান্নাঘরের ময়লাগুলো নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে দেওয়া। ( )
- পুকুরের পানি দিয়ে গোসল করা। ( )
- খাওয়ার পর প্লেট ধুয়ে রাখা। ( )
- ক্লাসে নিজের ডেস্ক পরিষ্কার রাখা। ( )
- নিজের কাপড়, খেলনা এবং বইখাতাগুলো গুছিয়ে রাখা। ( )
- বাসার সদস্যদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করা। ( )

২। বাড়ি ও বিদ্যালয়ে কি কি কাজ করো, সেটার একটি লিস্ট তৈরি কর এবং পয়েন্টগুলো নিম্নে লেখ।

বাড়ির কাজ	বিদ্যালয়ের কাজ

৩। নিম্নে তুমি দুইটি কাজের ছবি আঁক যা তুমি কর।

অধ্যায় ৬

নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি

১। সংজ্ঞাঃ

নৈতিক গুনাবলিঃ নৈতিক গুণাবলী হচ্ছে একটি স্বভাব যেটা দ্বারা আমরা ভালো ও খারাপ গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য বুঝে থাকি। নৈতিক গুনাবলিগুলো দ্বারা আমরা মানুষের উপকার করে থাকি এবং মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকি।

সামাজিক গুনাবলিঃ যেসকল গুনাবলির মাধ্যমে আমরা সমাজের বিভিন্ন পেশার ও ধর্মের লোকদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখতে পারি, সেগুলোকে সামাজিক গুণাবলী বলে। মানুষের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গরে তোলার মাধ্যমে আমরা একটু সুন্দর সমাজ গঠন করতে পারি।

২। নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো পড়ো এবং গুণাবলীগুলোর মধ্যে যেগুলো তোমার মধ্যে আছে বলে মনে হয়, সেগুলোর পাশে গোল কর এবং শব্দগুলো দিয়ে একটি করে বাক্য গঠন করঃ

**চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

- বন্ধুত্বপূর্ণ
- মজা
- হাস্যকর
- দুঃসাহসিক
- সাহসী
- আনন্দিত
- ভালো
- চিন্তাশীল
- ভয়ংকর
- উত্তেজনাপূর্ণ
- খুশি
- বিরক্তিকর
- সৎ
- স্মার্ট
- অলস
- চঞ্চল
- লাজুক
- শ্রদ্ধাশীল

- দুঃখী
- গম্ভীর
- স্বার্থপর
- বিশ্বস্ত
- বন্য
- বোকা

_____

_____

_____

_____

_____

৩। নিচের বাক্যগুলো নিজের মত করে একের অধিক শব্দ দিয়ে পূরণ করঃ

- আমি মজা পাই _____
- আমি বড় হয়ে _____
- আমি শক্তি অর্জন করি _____
- আমি ভয় পাই _____
- মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমি যদি _____ করতে পারতাম।

অধ্যায় ৭

পরিবেশ দূষণ

১। পরিবেশ দূষণের প্রকারভেদঃ

- পরিবেশ দূষণকে আমরা চারভাগে ভাগ করতে পারি।
- বায়ু দূষণ
- পানি দূষণ
- মাটি দূষণ
- শব্দ দূষণ

২। নিচের ছবিগুলো লক্ষ্য কর এবং কোনটি কোন দূষণ সেটা উল্লেখ কর এবং কেন দূষণ মনে হচ্ছে সেই কারণগুলো লেখ।

৩। নিচের প্রশ্নগুলো পড়ো এবং উত্তরগুলো গোল করঃ

- তুমি কীভাবে স্কুলে আসো?
  - পায়ে হেঁটে
  - রিক্সা করে
  - গাড়িতে
- ব্রাশ করার সময় তুমি কি করো?
  - পানির কল বন্ধ করে রাখো
  - পানির কল খুলে রাখো
  - পানি ব্যবহার করোনা।
- ময়লা ফেলার সময় তুমি কি ব্যবহার করো?
  - তোমার হাত
  - কাগজের ব্যাগ
  - প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ
- খাবার খাওয়ার সময় তুমি কি করো?
  - পুরোটা খেয়ে ফেলো
  - কিছু খাবার ফেলে দাও
  - পুরোটা ফেলে দাও
- ফেলে দেওয়া কোন জিনিস কি তুমি পুনরায় ব্যবহার করো?

- সবসময়
- কখনো না
- মাঝে মাঝে

➢ তুমি কোথা থেকে পানি পান করো?

- টিউবওয়েল থেকে
- বাথরুমের কল থেকে।
- পুকুর থেকে

➢ রুম থেকে বের হওয়ার সময় কি করো?

- লাইট বন্ধ কর
- লাইট জ্বালিয়ে রাখো
- রুমের লাইট কখনই জ্বালাও না

৪। "পরিবেশ দূষণ রোধ করার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের করনীয় কাজ"- নিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে বলতে হবে। (৮ লাইন)

অধ্যায় ৯
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

১। জাতীয় পতাকা ব্যবহারের নিয়মঃ

- জাতীয় পতাকা পায়ে লাগাতে হয় না।
- জাতীয় পতাকা সন্ধ্যায় নামিয়ে ফেলতে হয়।
- সবসময় পতাকা উঁচু করে রাখতে হয়না। বিশেষ দিনে পতাকা উত্তোলন করতে হয়।
- বাংলাদেশের পতাকার উপরে অন্য কোন পতাকা উত্তোলন করা যাবেনা।
- পতাকার উপর দাঁড়ানো যাবেনা।
- পতাকা কখনো পানি অথবা মেঝে স্পর্শ করবেনা।
- ইচ্ছা করলেই যে কেও গাড়িতে পতাকা ব্যবহার করতে পারে না।

২। জাতীয় সংগীতঃ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

৩। প্রশ্ন-উত্তরঃ

ক) জাতীয় সংগীতের রচয়িতা ও সুরকার কে?

উত্তরঃ জাতীয় সংগীতের রচয়িতা ও সুরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

** রচয়িতা ও সুরকার অর্থ শিক্ষার্থীদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

খ) গানটি কবে রচিত হয়েছিলো?

উত্তরঃ জাতীয় সংগীত রচিত হয়েছিলো ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে।

গ) গানটির কত লাইন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতীয়সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচিত হয়?

উত্তরঃ গানটির প্রথম দশ লাইন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতীয়সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচিত হয়।

ঘ) "আমার সোনার বাংলা" গানটি প্রথম কবে জাতীয় সংগীত হিসেবে গাওয়া হয়?

উত্তরঃ ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ অণুষ্ঠানে "আমার সোনার বাংলা" প্রথমে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া হয়।

৪। বাংলাদেশের জাতীয় দিবসের তাৎপর্যঃ

<u>আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস এবং বিজয় দিবসঃ</u>

পাকিস্তান দেশটি পূর্বে দুটি অংশে বিভক্ত ছিলো– পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান শুরুতে পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত ছিল। কারণ এখানে বাঙ্গালিরা বাস করতো। আর পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের প্রায় সবাই ছিলো অবাঙালি। তখনকার পূর্ব বাংলা অথবা পূর্ব পাকিস্তানই আজকের বাংলাদেশ। শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের নানাভবে শোষণ ও নির্যাতন করত। তারা পূর্ব বাংলার সম্পদ লুটপাট করত। তারা বাঙালিকে সম্মান করত না। এমনকি আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলার অধিকার পর্যন্ত দিতে চায়নি।

বাঙ্গালিরা এসব শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশের ভাষা করার দাবিতে ঢাকায় এক মিছিল বের হয়। সেই মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। ফলে রফিক, জব্বার, সালাম, বরকতসহ আরও অনেকে শহীদ হন। ভাষা আন্দোলনের স্মরণে ঢাকায় তৈরি হয়েছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারী আমরা শহীদ দিবস পালন করি। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনের সূচনা হয়। এই জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারী আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ ভুমিকা পালন করে।
১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে

পড়ে অসংখ্য জনগণকে হত্যা করে। এ কারনেই ২৫শে মার্চ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কালোরাত হিসেবে পরিচিত। সে রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের আগে মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এর ভিত্তিতে ২৬শে মার্চ শুরু হয় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত নয় মাস ধরে মুক্তিযুদ্ধ চলে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে। তবে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি দেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের সাহায্য করে। এরা রাজাকার, আলবদর নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে এই দেশের প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষ মারা যায়। এক কোটি মানুষ গ্রাম, সম্পদ সব ছেড়ে পাশের দেশ ভারতে আশ্রয় নেয়। এত ত্যাগ ও সাহসের বিনিময়ে আমরা শেষ পর্যন্ত ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করি। প্রতিবছর ১৬ই ডিসেম্বরে আমরা স্মৃতিসৌধ যাই এবং ফুল দিয়ে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাই। বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভুদ্যয় ঘটে। আমরা পাই একটি নতুন মানচিত্র। সেই সাথে লাভ করি আমাদের জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীত।

- নিম্নে দেয়া প্রশ্নের উত্তর লেখ।

_____ সালের ২৬শে মার্চ থেকে _____পর্যন্ত নয় মাস ধরে _____ চলে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার মানুষ এতে _____করে। তবে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি দেশের বিরুদ্ধে _____ সাহায্য করে। এরা _____ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে এই দেশের প্রায় _____ মানুষ মারা যায়। _____ মানুষ গ্রাম, সম্পদ সব ছেড়ে পাশের দেশ _____ আশ্রয় নেয়। এত ত্যাগ ও _____ বিনিময়ে আমরা শেষ পর্যন্ত _____ বিজয় অর্জন করি। প্রতিবছর _____ আমরা স্মৃতিসৌধ যাই এবং ফুল দিয়ে _____ শ্রদ্ধা জানাই। _____ নামে একটি _____অভুদ্যয় ঘটে। আমরা পাই একটি নতুন _____। সেই সাথে লাভ করি আমাদের জাতীয় _____ এবং জাতীয় _____।

অধ্যায় ১০

আমাদের বাংলাদেশ

১। মানচিত্র

২। শিক্ষার্থীদেরকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি গল্প লিখতে বলতে হবে। গল্পটি লেখার জন্য ওরা নিজের পরিবারের কোন সদস্যদের সাথে আলোচনা করবে এবং সত্য কাহিনীর ভিত্তিতে গল্পটি লিখবে।

২। সংজ্ঞাঃ

ক) লোকশিল্পঃ লোকশিল্প বাংলাদেশের সংগীতের একটি অন্যতম ধারা। এটি মুলত বাংলাদেশের নিজের সংগীত। গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনের কথা এবং সুখ দুঃখের কথা ফুটে উঠে এই গানের মাধ্যমে।

খ) লোকছড়াঃ লোকশিল্পের মত লোকছড়াও বাংলাদেশের একটি নিজস্ব ছড়া। বাংলাদেশের আঞ্চলিক মানুষগুলো বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা ও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এই ধরণের ছড়াগুলো বলে থাকে।